পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি সংখ্যালঘু সব আসনে প্রার্থী দিতে অক্ষম : সুকান্ত মজুমদার

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে মুসলিম অধ্যুষিত আসনে প্রার্থী দিতে অক্ষম বিজেপি। দলের অভ্যন্তরীণ সার্ভেতে এমনই তথ্য উঠে এসেছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সব আসনে প্রার্থী দিতে পারব। কিছু আসন আছে, যেখানে ১০০% সংখ্যালঘু আসন। সেখানে সংখ্যালঘুদের ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে। এই স্বাভাবিক, সত্য কথাটি রাজ্যের কিছু অংশের মানুষকে আমরা বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। বলা ভালো, মুখ্যমন্ত্রী ভুল বুঝিয়ে রেখেছেন। সেখানে আমরা হয়তো প্রার্থী দিতে পারব না। কিন্তু নির্দল প্রার্থী দাঁড়াবে সেখানে।' উৎসবের মেজাজ কাটিয়ে জেলা সফর শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পিছিয়ে নেই বিজেপি। বিরসা মুন্ডার

জন্মদিনে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ককে কাছে টানতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জঙ্গলমহল সফর করছিলেন তখন বাঁকুড়ায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সভা করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে রাজ্য রাজনীতিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে ডিসেম্বর তত্ত্ব। ডিসেম্বরে রাজ্যের সরকার পড়ে যাবে, বিজেপির একাংশের এমন দাবি ঘিরে জোর গুঞ্জন ছড়িয়েছে। ওই ডিসেম্বর তত্ত্ব নিয়ে এদিন সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা আর একটু সময় অপেক্ষা করি। সবে তো খেলা শুরু হয়েছে। সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি, আদালত জানতে চাইছে, এই দুর্নীতির সঙ্গে কি আরো কোনো বড়ো নাম জড়িয়ে রয়েছে? সিবিআই বলেছে, হ্যাঁ, সেরকমই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এখন এই বড়ো-বড়ো নামরা জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আসবে বা কাস্টডিতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। সরকার তো কাঁপবে।' এরপরই শুভেন্দু অধিকারীকে তৃণমূলের তরফে যে গ্রিটিংস কার্ড দেওয়া হয় সে প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যখন বড়ো-বড়ো নাম যাবে, তাঁদেরও তো আমরা সুস্থতার জন্য কার্ড পাঠাব, গোলাপ ফুল পাঠাব। প্রয়োজনে পদ্মফুলও পাঠাব।' মঙ্গলবার জঙ্গলমহলে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসংযোগ বাড়াতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে চপ ভেজেছিলেন। সে নিয়েও কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'এগুলো পলিটিক্যাল স্ট্যান্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এটা ভালো করেন। উনি অভিনেত্রী হলে খুব ভালো মাপের অভিনেত্রী হতেন। ভাবতে অবাক লাগছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি চপ ভাজছেন। আর কোনো কাজ নেই? গতকাল জঙ্গলমহলে ছিলাম। রাস্তার যা অবস্থা দেখলাম। ১২ বছর হতে চলল এই সরকার রয়েছে, তারপরও যদি এমন অবস্থা হয়! মুখ্যমন্ত্রীকে জল পাইনি, বাড়ি পাইনি বারবার লোক বলছে। মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচছেন। এটাই প্রমাণ করে রাজ্যের পরিস্থিতি কী।' পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতে মমতা-ম্যাজিকের তত্ত্বও পুরোপুরি উড়িয়ে দেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, 'এটা ম্যাজিক নয়, কালাজাদু। বেশিদিন টেকে না।'

কলকাতা পুরনিগমে বাম, বিজেপি, কংগ্রেসের একযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বুধবার কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিয়ে ধুন্ধুমার বাঁধল। ওই অধিবেশনেই কংগ্রেসের তরফ থেকে আনা হয় মুলতুবি প্রস্তাব। কংগ্রেসের দাবি, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া দমনে কলকাতা পুরনিগম ব্যর্থ। আর সেজন্যই এই মুলতুবি প্রস্তাব। এরপর শুরু হয় আলোচনা। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখতে উঠলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা তাঁদের বাধা দেন। যার জেরে বিজেপির কাউন্সিলররা বক্তব্য রাখতে পারেন না। বিজেপির এই অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন। অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে হাতে পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে শুরু হয় বিরোধীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। পরে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঘরের সামনে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও বিজেপির

কাউন্সিলররা একযোগে বিক্ষোভ দেখান। বিরোধীদের দাবি, মানুষের প্রাণ বাঁচাতে দলমত নির্বিশেষে এই লড়াই চলছে-চলবে। এছাড়া এদিন একই ইস্যুতে কংগ্রেস কলকাতা পুরনিগমের বাইরেও বিক্ষোভ দেখায়। এদিকে বিরোধীদের এইসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতীন ঘোষ জানান, 'কলকাতা পুরনিগম ডেঙ্গু দমনে যথেষ্টই সক্রিয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে সচেতনতার অভাব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা তথা রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এরমধ্যেই অনেকেই মারা গেছেন। পুরনিগমের বিরুদ্ধে ডেঙ্গু দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বিরোধীরা বারবারই সরব হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিজেপির যুব মোর্চার দক্ষিণ কলকাতা জেলার কমিটির উদ্যোগে নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত মিছিল বেরোয়। সেই মিছিল মেয়রের বাড়ির কাছে পৌঁছোতেই পুলিশ বাধা দেয়, যার জেরে পুলিশের সঙ্গে বিজেপির কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়।

ভাটপাড়ার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : ভাটপাড়া পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলের মাঠের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনার স্তূপের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের উলটোদিকেই রয়েছে জগদ্দল অ্যাংলো ইন্ডিয়া হাই স্কুল। দুর্গন্ধে পড়ুয়াদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। কটু গন্ধের জন্য পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ছট পুজোর সময় দায়সারাভাবে আবর্জনা কিছুটা সরানো হয়েছিল। ফের আবর্জনার পাহাড় তৈরি হয়েছে। কারোর হেলদোল নেই। বারবার পুরসভার কাছে দরবার করে কোনো সুফল হয়নি। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জমা ময়লায় অসুখ ছড়াচ্ছে। গন্ধে টিকতে পারছে না এলাকার বাসিন্দারা। বৃষ্টি হলে এই নরক যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পুরপ্রধান থাকার সময় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি কিনেছিলাম। সেখানে ময়লা ফেলা হচ্ছে না। কিছু অসাধু ট্রাক্টর চালক তেল চুরি করার জন্য ওখানে গিয়ে আবর্জনা ফেলছে। চেয়ারপার্সন ও জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। ওই মাঠে এক সময় গান্ধীজী সভা করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বরা মিটিং করেছেন। ওটা ঐতিহাসিক মাঠ। সেখানে নোংরা ফেলা উচিত না। পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। অসাধু ট্রাক্টর চালকদের দিকে নজর দিতে হবে।' এনিয়ে পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য বিকল্প জায়গা দেখা হয়েছে। ভাটপাড়ায় স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।'

নারকেল ভেবে বোমা ধরল শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা,ভাঙড় : বুধবার সকালে ভাঙড়ের রাজাপুর গ্রামের মাঠে খেলতে গিয়ে ১০ বছরের নাসিরুদ্দিন মোল্লা আলের ধারে ২টো সুতুলি জড়ানো জিনিস পড়ে থাকতে দেখে। নারকোল ভেবে সে হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। মাঝপথে এক চাষি দেখেন, ওই শিশু ২ হাতে ২টো বোমা নিয়ে দৌড়োচ্ছে। ওই চাষি বিপদের আঁচ পেয়ে বোমা ২টো কেড়ে নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দেন। খবর পেয়ে ভাঙড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পড়ুয়ারা নেশাসক্ত হওয়ায় বর্ধমানে পুলিশের হানা

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : বর্ধমান শহরে জিটি রোডের দু'প্রান্তে আলিশা ও উল্লাসে অসামাজিক কার্যকলাপ ঠেকাতে জোরদার অভিযানে নামলেন বর্ধমান শহরের ট্রাফিক ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, গত কয়েকদিনের মধ্যে উল্লাস ও আলিশা এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনায় প্রায় ৫০০টি কেস নথিভুক্ত হয়েছে। আটক হয়েছে বেশ কিছু মোটরবাইকও। গ্রেফতারের পাশাপাশি জরিমানার সংখ্যা অনেক। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি উল্লাস ও আলিশা এলাকায় সন্ধে নামলেই স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মিলিত হওয়া, নেশা করা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আলিশা এলাকার ২টি বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দারা এব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানান। এরপরই পুলিশের এই হানাদারি শুরু হয়েছে। ট্রাফিক ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বেশিরভাগই স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়ে। তারা মদ থেকে শুরু করে নানান নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। এমনকী ওই অবস্থাতেই তারা মোটরবাইক নিয়ে ট্রাফিক নিয়মভঙ্গ করে যাতায়াত করছে। এই প্রবণতা ঠেকাতেই প্রতিদিন অভিযান চলছে। অবৈধ পার্কিং ও ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার দায়ে বেশ কিছু মোটরবাইক আটক হয়েছে। মদ্যপ অবস্থা খতিয়ে দেখতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ যন্ত্র অ্যালকোহল ব্রেথ টেস্টারও। গত কয়েকদিন ধরে এই হানাদারির জেরে অনেকটাই অসামাজিক কাজ কমেছে। উল্লেখ্য, উল্লাশ ও আলিশা এলাকায় প্রচুর নতুন বসতি হয়েছে। শহর ছেড়ে এখন অনেকেই এই এলাকাকেই ঘুরতে যায়। টিনএজারদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি।

বারুইপুরে দিনের বেলায় ডোবা ভরাটের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর : বারুইপুর পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর ও ডোবা ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কল্যাণপুরের জগদীশপুর জেলখানা ২ নং গেট এলাকায় টিন দিয়ে এলাকা ঘিরে ডাম্পার, লরিতে মাটি বোঝাই করে দিনের বেলায় পুকুর ও ডোবা ভরাট করা হচ্ছে। বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার কল্যাণপুর, শিখরবালী-২ নং পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদেরও একই অভিযোগ। কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রুকসানা লস্কর অবশ্য বলেন, 'এবছরের ৬ জুলাই ওই জলাভূমি ভরাট নিয়ে থানা, মহকুমাশাসক, বিএলআরও-র কাছে অভিযোগ জানাই। এবার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তা বন্ধ করার জন্য ফের থানায় জানাব।' একইভাবে পঞ্চায়েত সদস্যর যোগসাজসে জগদীশপুরের আরো কয়েকটি জায়গায় ডোবা ভরাটের কাজ হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত ৪

অলক আচার্য, বিশরপাড়া : মঙ্গলবার এয়ারপোর্ট থানা এলাকার মধ্যনীলাচল অঞ্চলের এক অফিস থেকে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ৪জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গেছে, অন্য ব্যবসার আড়ালে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চক্র চলত। ওই চক্রের ফাঁদে পড়ে অনেকেই টাকা দিয়েছে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করে ৪জনকে গ্রেফতার করে।

বাড়িতে গিয়ে গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব সাসপেন্ড থানার এসআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : বাড়িতে গিয়ে গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে হরিদেবপুর থানার এসআই আইনুল হককে সাসপেন্ড করল পুলিশ প্রশাসন। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে হরিদেবপুর থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগ জানাতে থানায় যান। ওই সময় হরিদেবপুর থানার এসআই আইনুল হক তাঁর সঙ্গে ওই অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন। অভিযোগ, আইনুল হক ওই মহিলার ফোন নম্বর ও ঠিকানা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এরপর সোমবার আইনুল হক থানার কাউকে না জানিয়ে সোজা ওই মহিলার বাড়িতে যান। তখনই মহিলাকে আইনি পরামর্শ দেওয়ার বদলে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ। সেসময় মহিলা বাড়ি থেকেই ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন ও লালবাজারে অভিযোগ জানান। সেই মতো পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর মঙ্গলবার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ওই এসআইয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ডিসির নির্দেশে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি লালবাজার সূত্রে খবর, ওই এসআইয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় তদন্ত করবে পুলিশ। যতদিন পর্যন্ত তদন্ত শেষ না হবে ততদিন আইনুল হক সাসপেন্ড থাকবেন।

বারুইপুরে আইনজীবীর রহস্যমৃত্যু

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : বুধবার সকালে বারুইপুর থানার মদারাট পঞ্চায়েতের মাঝেরহাট বড়পোল এলাকায় বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে পানাপুকুরে কাদা-জলের মধ্যে বাইকের নীচ থেকে সঞ্জয় মিত্র (৪০) নামে এক আইনজীবীর দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বাড়ি মদারাট পঞ্চায়েতের নায়েবের মোড়ের লাগোয়া সোলগোয়ালিয়া এলাকায়। তিনি বারুইপুর আদালতের আইনজীবী ছিলেন। তাঁর মুখ, মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন ও গলায় পেঁচানো দাগের সন্ধানও মিলেছে। পানাপুকুরের পাশে রাস্তায় তাঁর জুতো, মাফলার, বাজারের ব্যাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। মৃতের মোবাইল, মানিব্যাগে থাকা ১০ হাজার টাকা, প্যান ও আধার কার্ড উধাও হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেহ পড়ে থাকতে দেখে বারুইপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের স্ত্রী শর্বাণী মিত্র থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ প্রতিবেশী সুজন সর্দারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার আদালত থেকে বাড়িতে এসে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। এরপর বাড়িতেই ছিলেন। রাত ১০টায় একটা ফোন আসলে বেরিয়ে যান। এরপর রাত ২-৪০ এরপর ফোন সুইচ অফ হয়ে যায়। সকালে তাঁর দেহ মেলে।

ভাঙড়ে গৃহবধূকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,ভাঙড় : ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করে এক গৃহবধূকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ ওঠে ভাঙড়ের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এরপর ওই গৃহবধূ ভাঙড় থানায় প্রাক্তন প্রেমিক আলম মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করে।

পর্যটক টানতে মাইথন জলাধার সেজে উঠছে

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, সালানপুর : শীতের মরশুমে পর্যটকদের টানতে নতুন করে সেজে উঠছে মাইথন জলাধার। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের মাইথন জলাধারের নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্যে পর্যটকদের কাছে বরাবরই আকর্ষণীয়। এরসঙ্গে যোগ হয়েছে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের মাহাত্ম্য। সব মিলিয়ে এমনিতেই সারাবছর পর্যটকদের আসা যাওয়া থাকে এই মাইথন জলাধারে। বিশেষত পর্যটকদের কাছে সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার বা উইক এণ্ডের ছুটি কাটাতে হাতের সামনে আরশি নগর বলতে মাইথন জলাধার। তবে শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে। এসময় পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে প্রশাসনিক স্তরে যেমন বেশ কিছু উদ্যোগ নিতে দেখা যায়, তেমনই পর্যটকদের টানতে ও মনোরঞ্জনের

জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে নৌকা চালকরা তৈরি হন। বুধবার মাইথন জলাধারে পৌঁছে দেখা গেল নৌ-চালকেরা তাঁদের নিজেদের বোট ও নৌকা সারানোর কাজ শুরু করেছেন। পাশাপাশি এলাকার হোটেল, লজ ও গেস্ট হাউসেও ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য নানান স্কিম হচ্ছে। একই সঙ্গে পর্যটকদের টানতে এ বছর থেকেই প্রশাসনিকভাবে শুরু হতে চলেছে মাইথন উৎসব। এই বিষয়ে বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের সহসভাপতি ভোলা সিং বলেন, 'মাইথন জলাধারকে প্রকৃতি নিজেই ঢেলে সাজিয়ে রেখেছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরমধ্যেই এলাকায় প্রবেশ তোরণ, ডিয়ার পার্ক, প্রজাপতি উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও বাথানবাড়ি সিধাবাড়ি সহ এলাকার অন্যান্য জায়গা ভ্রমণের জন্যে জলবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে মরশুমে এলাকার দূষণ এড়াতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। গত ৫ বছর ধরেই এলাকাটিকে প্লাস্টিকরোধী জায়গা হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া মরশুমে পর্যটকদের সুবিধার জন্যে বিশেষ কিছু অঞ্চলে পার্কিং জোন গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে এই বছর পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে মাইথন উৎসব। এছাড়াও এলাকার পর্যটন শিল্পকে উন্নত করতে পানিফলা উষ্ণ প্রস্রবণ, মুক্তাইচণ্ডী পাহাড় ও মাইথন জলাধারকে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে এরমধ্যেই বিধায়কের সঙ্গে একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২২/৫২, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২২। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত জিনিসগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ১০২২১১০০;** এমআইও টাইপ ফিল্টার ইত্যাদির জন্য ফিল্টার প্যানেল অ্যাসেম্বলি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,১০,৩০০ টাকা ও ২১.১১.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ২২২২৫৭১৩;** ইঞ্জেকশন টেনেকটাপ্লেজ ৪০ এমজি [সামগ্রীটি প্রস্তুতকারক সংস্থার রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সামগ্রীর তালিকায় থাকতে হবে]; ০ টাকা; ০ টাকা ও ০১.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ১১২২১৬৩৮;** থিন ওয়ালড ফ্লেক্সিবল ইলাসটোমেরিক ইত্যাদি; ০ টাকা; ৬৪,৩৪০ টাকা ও ০৬.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ১১২২১০৯০;** ফ্লাট পলিভিনাইল এক্সপ্যানসন মোল্ডিং; ০ টাকা; ৭০,৩১০ টাকা ও ০৭.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ০৫২২১১৮৫;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বেয়ারিং এনইউপি-৩১৮; ০ টাকা; ৯২,৯৬০ টাকা ও ০৮.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৬; ১১২২১০২২এ;** আউটার সেকন্ডারি স্প্রিং; ০ টাকা; ০ টাকা। **৭; ১৫২২৫০৪০বি;** ১৪০টি ক্রেনের জন্য ওয়্যার রোপ; ০ টাকা; ৫,৩৫,৮৯০ টাকা ও ০৯.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ৬ ও ৭ প্রতিটির জন্য)। **৮; ১১২২১৪৫০এ;** ইলেক্ট্রন বীম ইর‍্যাডিয়েটেড থিন ওয়ালড্ ইত্যাদি; ০ টাকা; ৭৭,৫৪০ টাকা ও ১২.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৯; ১১২২১৮২৫এ;** এসএস বোল্ট, স্ক্রু, হেক্স নাট ইত্যাদির কিট; ০ টাকা; ৭৫,০০০ টাকা ও ১৩.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১০; ০৬২২১০৫০এ;** অ্যানেক্সার অনুযায়ী সাদা রঙের পলি বস্ত্র বেডশীট, সাইজ- ২২৯x১৪০ সেন্টিমিটার; ০ টাকা; ৪,৯৪,৮৯০ টাকা. **১১; ১০২১১৮১৭এ;** ইন্ট্রা ব্রেক কন্ট্রোল ইউনিট-এরজন্য রক্ষণাবেক্ষণের কিট; ০ টাকা; ১,৯২,৯৬০ টাকা. **১২; ১২২২৫০১০;** প্রশস্তর পিএসসি স্লিপার-আরটি-৮৭৪৬ সংগ্রহ; ০ টাকা; ৫০,০০,০০০ টাকা ও ১৪.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক সংখ্যা ১০ থেকে ১২ প্রতিটির জন্য)। **১৩; ১৫২২৫০৮২;** অ্যানেক্সার-X অনুযায়ী ২টি আইটেম সম্বলিত ব্রেক সিলিন্ডার-এর সেট সংগ্রহ; ০ টাকা; ৭,১০,০২০ টাকা ও ২৮.১২.২০২২ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৪; ১৬২২১০৫৯;** ৫মিমি ডায়া সম্বলিত এইচডি রাউন্ড কপার ওয়্যার সংগ্রহ; ০ টাকা; ৮৭,৪৫০ টাকা ও ০৫.০১.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৫; ০৮২২১৫৪২;** পিভিসি ইনস্যুলেটেড সিঙ্গল কোর মাল্টি স্ট্র্যান্ডেড আন-সীথড্ কপার কেবল ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা ও ০২.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-61/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

SBI শান্তিপুর শাখা (০১৭৬) ৭৮, নেতাজী সুভাষ রোড, শান্তিপুর, জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪ — **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV,[রুল-৮(১)]

এতদ্বারা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) সেকশন সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩নং ধারা অনুযায়ী **২১.০৭.২০২২ তারিখে** জারি করা দাবির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া **৪,৭০,৯৬১.৫৫ টাকা (চার লাখ সত্তর হাজার নয়শ একষট্টী টাকা ও পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** ও মূল অর্থাঙ্ক সহ **২৩.০৫.২০২২ তারিখ** থেকে ওই টাকার উপর ২৪.০৫.২০২২ থেকে প্রযোজ্য সুদ, অন্যান্য খরচ, চার্জ ও ব্যয় সহ উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার দিন থেকে ৬০দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে নিম্নে স্বাক্ষরিত উক্ত ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিকের পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতা **কানাইলাল গুহ,** প্রযত্নে : সন্তোষ গুহ, ১০২/১৭, রামনাথ তর্করত্ন রোড, পো: ও থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০২, পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী-কে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং ধারা সহ উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / রা / কর্পোরেট জামিনদার ও সার্বিকভাবে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ঋণ নেওয়া ব্যক্তি ব্যাঙ্ককে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে নিচে উল্লিখিত সম্পত্তি **১৪.১১.২০২২** তারিখে অধিগ্রহণ করায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে।

এতদ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা /জামিনদার / কর্পোরেট জামিনদার ও সার্বিকভাবে জনসাধারণকে সাবধান করা যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যেন না করা হয় আর উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ হয়ে থাকলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সংশ্লিষ্ট শাখা **৪,৭০,৯৬১.৫৫ টাকা (চার লাখ সত্তর হাজার নয়শ একষট্টী টাকা ও পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** ও মূল অর্থাঙ্ক সহ ওই টাকার উপর ২৪.০৫.২০২২ থেকে প্রযোজ্য সুদ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ সমেত জরিমানা করবে।

উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮) অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়ানোর জন্য যে সময় পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : কানাই লাল গুহ, প্রযত্নে : সন্তোষ গুহ, ১০২/১৭, রামনাথ তর্করত্ন রোড, পো: ও থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০২, পশ্চিমবঙ্গ

৩.৩০ শতক অথবা ০.০৩৩০ একরের উপর জমি সহ বাড়ি যেটি মৌজা নং- ২৫, বাইগাছি, জেএল নং - ২৫, আরএস প্লট নং - ৮৬৫, এলআর নং - ২১৬০, আরএস খতিয়ান নং - ১০৯৭, এলআর : ২২১৩ (ওল্ড), এলআর : ৩৪৭১ (পি), ওয়ার্ড নং - ১, শান্তিপুর পুরসভা, ডিড নং - ১২৩১ (২০০৬ সালের) থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০২, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ১৪.১১.২০২২ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : শান্তিপুর, নদীয়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ই